দৈনিক ইনকিলাব

JUN 29 2002

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ...... কলাম ......

চট্টগ্রামের রাজনীতি এখন-৬

অছাত্রদের দখলে ছাত্র রাজনীতি ❑ চাঁদাবাজি টেন্ডারবাজিই নেতাদের পেশা ❑ নবীনরা হতাশ

মেদ করিম ॥ চট্টগ্রামের রাজনীতিতে এখন আর দের প্রাধান্য নেই। অছাত্র বিবাহিতরা দখল করে রেখেছে ছাত্র নেতৃত্ব। ছাত্র ঠনের পদপদবী ব্যবহার করে চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি আর সা হাতিয়ে নেয়াই ছাত্র নেতাদের পেশায় পরিণত হয়েছে। ষিত দেশের প্রধান দু'টি ছাত্র সংগঠনের স্থানীয় নেতৃত্বের চ তাকালে এ চিত্রই ফুটে উঠে।

তান্ত্রিক চেতনার বিকাশ এবং ছাত্রদের অধিকার আদায়ে ছাত্র নীতির গুরুত্ব বিশেষভাবে বিবেচিত হয়ে আসলেও চট্টগ্রামের নেতারা জানে না সহাবস্থান কাকে বলে। দখল এবং তরফা নির্বাচনের মাধ্যমে ছাত্র সংসদ পরিচালনার চর্চা হচ্ছে নে এক যুগেরও অধিক সময় ধরে। দলে ছাত্র নেতার বদলে নে ক্যাডার নেতা বা গডফাদার বেরিয়ে আসছে অহরহ। রীর প্রতিটি কলেজ কোন না কোন ছাত্র সংগঠনের দখলে। ব কলেজে ভিপি, জিএস কারা হবে তা গডফাদাররাই ঠিক র। দেশের প্রধান তিনটি ছাত্র সংগঠন ছাত্রদল, ছাত্রলীগ ও শিবিরের দখলে আছে এসব প্রতিষ্ঠান। শিবির নিয়ন্ত্রিত গ্রাম কলেজ ও মহসিন কলেজে গত এক যুগে ছাত্র সংসদ চিন হয়নি। ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত সিটি কলেজ ও কমার্স কলেজ ং ছাত্রদল নিয়ন্ত্রিত পাহাড়তলী কলেজ ও পলিটেকনিক স্টিটিউটে নির্বাচন চলে আসছে একক নিয়ন্ত্রণে। নেতৃত্ব সৃষ্টির ক্ষ্য যে তিযোগিতামূলক ত্র রাজনীতি তা ই নগরীর থাও। যেখানে ক সংগঠনের পক্ষে লেজ দখলে রাখা ম্ভব হয় না, খানে দু'টি গঠন মিলে দখলে রাখার এক অদ্ভুত নজির রয়েছে চট্টগ্রামে। ত একদশকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বিএনপি শাসনামলে ত্রদল ও শিবির এবং আওয়ামী লীগ শাসনামলে ছাত্রলীগ এবং ত্রশিবির এ ক্যাম্পাস দখলে রেখেছে। ফলে মেডিকেল লেজের মত মেধাবী ছাত্রদের প্রতিষ্ঠানেও ছাত্র সংসদ নির্বাচন ্যাডার নেতার জন্ম দিয়েছে। ছাত্র সংসদের নির্বাচিত নেতাদেরই ৯৯৩ সালে ট্রিপল মার্ডার ঘটনায় নেতৃত্ব দিতে দেখা গেছে। লত ছাত্র রাজনীতিতে সহাবস্থান বা গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার দলে দখলদারিত্বের চর্চার ফলে ক্যাডার সৃষ্টি এবং হত্যা, সন্ত্রাস ট্টগ্রামের স্বাভাবিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। ছাত্র সংগঠনের দপদবী এখন অর্থবিত্তের উৎস হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ছাত্র জনীতির এ অসুস্থ ধারার ফলে ছাত্র সংগঠনে একবার কমিটি ল তা সহজে পরিবর্তন সম্ভব হয় না। পদ ধরে রাখাকেই ত্তজনক মনে করে ছাত্র নেতারা। চট্টগ্রামের রাজনৈতিক নতারাও নিজেদের প্রভাববলয় ধরে রাখতে ছাত্র নেতাদের উপর নির্ভরতাকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ফলে জাতীয় নেতৃবৃন্দ ছাত্র নেতৃত্বে নিয়মিত পরিবর্তন চাইলেও স্থানীয় নেতাদের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও ব্যক্তিস্বার্থ এ ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বিগত এক দশকে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদল এ পরিস্থিতির শিকার হয়ে আসছে। চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগের সর্বশেষ কমিটি হয় ১৯৯১ সালে এবং ছাত্রদলের সর্বশেষ কমিটি হয় ১৯৯৪ সালে। এ সময়ে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগে চারবার এবং ছাত্রদলে তিনবার কেন্দ্রীয় কমিটি হলেও চট্টগ্রাম মহানগর কমিটি কেউই পরিবর্তন করতে পারেনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এখানকার ছাত্র নেতৃত্ব অছাত্রদের দখলে চলে যায়। চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলের বর্তমান কমিটির সভাপতি, সহ-সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদকসহ অধিকাংশ নেতারই ছাত্রত্ব শেষ হয়েছে প্রায় এক দশক আগে। ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ঘর-সংসার এখন প্রধান বিষয় হওয়ায় সংগঠনকে সুসংহত করার দিকে এদের কেউই মনোযোগী নয়। নগর ছাত্রদল নেতাদের মধ্যে সাংগঠনিক সম্পাদক ইয়াছিন চৌধুরী

আজম খাজা, মোশাররফ হোসেন দীপ্তি, হেলাল চৌধুরী এবং আইন কলেজ কেন্দ্রিক আহমেদুল আলম চৌধুরী রাসেল, জসিম উদ্দিনসহ হাতেগোনা কয়েকজন অবিবাহিত নেতাকে এখনও সংগঠন নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে দেখা যায়। অর্ধযুগ যাবৎ কমিটি না হওয়ায় এ সময়ে নতুন অনেককে সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েও আবার রাজনীতি থেকে সরে যেতে দেখা গেছে। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে মেধাবী নেতৃত্ব আশা করলেও এ প্রতিষ্ঠানটি সব সময় ক্যাডারতন্ত্রের প্রভাবান্বিত থাকতে দেখা গেছে। মূলত ওষুধ আর খাদ্য সরবরাহসহ বিভিন্নভাবে অর্থ উপার্জনের উৎস থাকায় মেডিকেল কলেজে ক্যাডারতন্ত্র প্রাধান্য লাভ করে বলে জানা যায়। উল্লেখিতদের বাইরে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রদলে অসংখ্য নবীন ছাত্রের ভিড় দেখা গেলেও তারা হতাশায় নিমজ্জিত রয়েছে। অর্ধযুগ দলের সাথে থেকে যারা পদপদবী পায়নি তারা আর কতদিন অপেক্ষা করবে। ফলে তাদের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ছেড়ে দ্রুত নেতা কেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। এখন সাংগঠনিক পদবীর চাইতে কোন নেতা বা মন্ত্রীর আস্থা অর্জনকেই ভাগ্য গড়ার উপায় হিসেবে বিবেচনা করছে নবীনরা। মন্ত্রী এবং নেতারাও যেন তাই কামনা করে। এদিকে বর্তমান ছাত্র নেতাদের পাশাপাশি সাবেক ছাত্রনেতা পরিচয়েও কেউ কেউ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি এবং দখলদারিত্ব করছে বলে ব্যাপক অভিযোগ শোনা যায়। এ ক্ষেত্রে অন্য সংগঠনের নেতাদের সাথে লিয়াজোঁও একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিগত সরকারের আমলে যেমন দেখা গেছে ছাত্রলীগ নেতাদের সাথে লিয়াজোঁ রেখে ছাত্রদল নেতাদের কেউ কেউ যে কর্মকাণ্ডে সহযোগী ছিল, এখন আবার তা রক্ষা করতে ছাত্রলীগ নেতারা ছাত্রদল নেতাদের সাথেই রয়েছে। এদিকে চট্টগ্রাম মহানগর ছাত্রলীগে গত এক দশক কমিটি গঠন না হলেও বিগত সরকারের শেষ সময়ে স্টিয়ারিং কমিটি নামে ১২ সদস্যের একটি সমঝোতা কমিটি হয়েছে। উক্ত কমিটির কেউই এখন আর ছাত্র নয়। নগর নেতা হিসেবে পরিচিতদের মধ্যে হাসান মুরাদ বিপ্লব, নাজমুল হক ডিউক, এমআর আজিম, সালাউদ্দিন, মহিম উদ্দিনসহ কয়েকজন আইন কলেজে ভর্তি রেখে ছাত্রত্ব দেখিয়ে যাচ্ছে নতুন কমিটির আশায়। ছাত্রলীগের স্টিয়ারিং কমিটিতে অবশ্য বিবাহিত কম হলেও অছাত্র এবং ক্যাডারদের প্রাধান্য বেশী। চট্টগ্রামের ছাত্র রাজনীতি কবে অছাত্র এবং বিবাহিতদের হাত থেকে মুক্তি পাবে, কবে কলেজসমূহে সকল ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হবে, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাধীনভাবে ক্যাম্পাসে মত প্রকাশ করতে পারবে, কবে ছাত্র সংসদের লাখ লাখ টাকা ছাত্রনেতাদের লুটপাটের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভার বিকাশ ও সংস্কৃতি এবং বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডে ব্যয় হবে, কবে নবীন নেতৃত্ব রাজনীতির সুযোগ পাবে– তা কেউ জানে না। ছাত্র রাজনীতিতে এ দৈন্যতা সম্পর্কে নগর ছাত্রদল সভাপতি নাজিমুর রহমান ইনকিলাবকে বলেন, ক্যাম্পাসে সহাবস্থান না থাকায় এখানে ছাত্র রাজনীতিতে প্রতিযোগিতা নেই। সকল ছাত্র সংগঠনের অংশগ্রহণে ছাত্র সংসদ নির্বাচন হওয়া উচিত। ছাত্রদলের কমিটি সম্পর্কে বলেন, মূলত পরিস্থিতি অনুকূলে না থাকায় দীর্ঘদিন যাবৎ কমিটি হচ্ছে না। বিএনপি নেতাদের দ্বন্দ্ব এবং ছাত্র নেতাদের পকেটে রাখার প্রতিযোগিতাকেও কমিটি গঠনে বাধা বলে তিনি উল্লেখ করেন। ক্যাম্পাসে প্রতিযোগিতামূলক রাজনীতি না হলে চট্টগ্রাম থেকে ভবিষ্যতে জাতীয় নেতা পাওয়া যাবে না বলেও তিনি মন্তব্য করেন।